সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩০৮
WEEKLY BOOKLET:308

শাজারায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার একজন বুযুর্গের জীবনী

ফয়যানে শায়খ আবু বকর শিবলী رحمۃ اللہ علیہ

আশিকে দরূদ ও সালামের মর্যাদা ২
চার হাজার হাদীসের মধ্য থেকে শুধুমাত্র একটি? ১৫
ওফাত শরীফের সময়ও সুন্নাতের উপর আমল ১৮
শায়খ শিবলীর কতিপয় বাণী ১৭

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

ফয়যানে শায়খ আবু বকর শিবলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ

দোয়ায়ে আত্তার: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ এই পুস্তিকাটি "ফয়যানে শায়খ আবু বকর শিবলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ" পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে দুনিয়ার ভালোবাসা থেকে হেফাযত করো, একনিষ্ঠতার সাথে নেকী করার তাওফিক দান করো এবং বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রবেশ করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার প্রসিদ্ধ বুযুর্গ, হযরত আবু বকর শিবলী বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি আমার মৃত প্রতিবেশিকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? সে বললো: আমি খুবই কঠোরতার সম্মুখীন হয়েছি, মুনকীর নকীরের (কবরে পরীক্ষা গ্রহণকারী ফেরেস্তা) প্রশ্নের উত্তরও আমি দিতে পারিনি, আমি মনে মনে ভাবলাম যে, হয়তো আমার ঈমান সহকারে মৃত্যু হয়নি! এরই মধ্যে আওয়াজ আসলো: দুনিয়াতে মুখকে অপ্রয়োজনে ব্যবহার করার কারণে তোমাকে এই শাস্তি দেয়া হচ্ছে। এখন আযাবের ফেরেশতারা আমার দিকে অগ্রসর হলো এরই মধ্যে এক ব্যক্তি যিনি খুবই সুদর্শন ও সুগন্ধিময় ছিলো, তিনি আমার ও আযাবের মাঝখানে এসে গেলেন আর তিনি আমাকে মুনকীর নকীরের

www.dawateislami.net

প্রশ্নের উত্তর শিখিয়ে দিলেন আর আমি সেভাবে উত্তর দিয়ে দিলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার কাছ থেকে আযাব দূর হয়ে গেলো। আমি ঐ বুযুর্গকে বললাম: আল্লাহ পাক আপনার উপর দয়া করুন আপনি কে? বললেন: তোমার অধিকহারে দরূদ পাঠ করার দ্বারা আমি সৃষ্টি হয়েছি আর আমাকে তোমার প্রতিটি বিপদের সাহায্যকারী হিসেবে নিয়োজিত করা হয়েছে।

(আল কুওলুল বদী, ২৬০ পৃষ্ঠা)

আপকা নামে নামী আয় সল্লে আলা,
হার জাগা হার মুছিবত মে কাম আগেয়া

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কবরে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেনো আসতে পারবেন না?

اَلْحَمْدُ لِلّٰه অধিকহারে দরূদ শরীফের বরকতে সাহায্য করার জন্য কবরে যেহেতু ফেরেশতা আসতে পারে তো সমস্ত ফেরেশতাদেরও যিনি আক্বা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেনো দয়া করতে পারবেন না! কেউ খুবই সুন্দর ভাবে প্রার্থনা করেছেন।

মে গোর আন্দিহিরি মে ঘাবরাউঙ্গা জব তানহা
ইমাদাদ মেরি করনে আ জানা মেরে আক্বা
রওশন মেরি তুরবত কো লিল্লাহ শাহা করনা
জব ওয়াক্ত নেযা আয়ে দিদারে আতা করনা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আশিকে দরূদ ও সালামের স্থান

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা দরূদে পাকের বরকত দেখেছেন! হায়! আমরাও যদি দরূদ পাঠ করতে থাকতাম। সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবী আত্তারীয়ার বারোতম (12th) পীর ও মূর্শিদ, হযরত শায়খ আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে যেই মর্যাদা ছিলো সেটার অনুমান এই ঘটনা থেকে করতে পারবেন। হযরত শায়খ আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একদিন বাগদাদ শরীফের অনেক বড় আলিম হযরত আবু বকর বিন মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট তাশরিফ নিলেন তখন তিনি দ্রুত দাঁড়িয়ে বুকে টেনে নিলেন এবং কপালে চুমু দিয়ে খুবই সম্মান সহকারে নিজের কাছে বসালেন, উপস্থিতবৃন্দ আরয করলেন: হুযুর! আপনি এবং বাগদাদবাসীগণ কাল পর্যন্ত তাঁকে দিওয়ানা বলতে রইলেন কিন্তু আজ তাকে এতো সম্মান করছেন কেনো? উত্তর দিলেন: আমি এমনিতেই এরকম করিনি, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজরাতে আমি স্বপ্নে এই ঈমান সতেজকারী দৃশ্য দেখেছি যে, হযরত আবু বকর শিবলী প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন তখন নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাড়িয়ে তাঁকে বুকে লাগালেন আর কপালে চুমু দিয়ে নিজের পাশে বসালেন। আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! শিবলীকে এরকম স্নেহ করার কারণ কি? আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে) ইরশাদ করলেন: সেই প্রত্যেক নামাযের পর এই আয়াতটি পাঠ করে থাকে:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲۸﴾

www.dawateislami.net

(পারা: ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১২৮) এরপর আমার উপর দরূদ পাঠ করে।

(আল কুওলুল বদী, ৩৪৬ পৃষ্ঠা)

বে আদদ আউর বে আদদ তাসলীম,
বে শুমার আউর বে শুমার দরূদ।
বেটতে উঠতে জাগতে ছুতে,
হু ইলাহী মেরা শেয়ার দরূদ। (জওকে নাত, ১২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়াতে উওম আলোচনা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর সকল মুরিদ ও তালেবদেরকে প্রতিদিন পাঠ করার জন্য বুযুর্গানে দ্বীনগণের رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ যেই শাজারা শরীফ উপহার দিয়েছেন তাতে হযরত শায়খ আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উসিলায় এইভাবে দোয়া করা হয়েছে:

বেহরে শিবলী শেরে হক দুনিয়া কে কুত্তো ছে বাঁচা
এক কা রাখ আবদে ওয়াহিদ বে রিয়া কে ওয়াস্তে

শব্দার্থ: বেহের: ওয়াস্তে। শেরে হক: আল্লাহ পাকের বাঘ। দুনিয়া কে কুত্তে: দুনিয়ার লোভী। বে রিয়া: একনিষ্ঠ বান্দা।

কাব্যের দোয়ার সারাংশ: হে আল্লাহ পাক! হযরত আবু বকর শিবলী যিনি তোমার নেককার ও পরহেযগার বান্দা এবং তোমার বাঘ, তাঁর উসিলায় আমাকে দুনিয়ার লোভ ও লালসা কারীদের থেকে হেফাযত করো।

www.dawateislami.net

আমাকে খলিফা হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ তামিমি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সদকায় একই দরবারের একনিষ্ট গোলাম বানাও।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আরবী শাজারা

মহান আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত, ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একটি লম্বা আরবী শাজারা শরীফ, দরূদ শরীফ আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন, সেটাতে হযরত আবু বকর শিবলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর আলোচনা এইভাবে করেছেন: "اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمۡ وَبَارِكۡ عَلَيۡهِ وَعَلَيۡهِمۡ وَعَلَى الۡمَوۡلَى الشَّيۡخِ اَبِىۡ بَكۡرِ ِالشِّبۡلِىۡ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ" অনুবাদ: হে আল্লাহ পাক তুমি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর, তাঁর পরিবার পরিজন ও সাথী সঙ্গীদের উপর এবং শায়খ ও মাওলা হযরত আবু বকর শিবলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করো এবং বরকত অবতীর্ণ করো।

(তারিখ ওয়া শরাহ শাজারায়ে কাদেরীয়া বারকাতিয়া রযবীয়া, ১০৯ পৃষ্ঠা)

পরিচিতি ও জন্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত শায়খ আবু বকর শিবলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর শুভ জন্ম (Birth) ২৪৭ হিজরীতে বাগদাদ শরীফের নিকটবর্তী "সামিরা" নামক এলাকায় হয়েছে। তাঁর নাম মুবারক "জাফর" আর উপনাম "আবু বকর"। শাবলা বা শাবিলা এলাকায় বসবাস করার কারণে তাঁকে "শিবলী" বলা হয়ে থাকে। **(তাযকিরায়ে মাশায়িখে কাদেরীয়া রযবীয়া, ২০২ পৃষ্ঠা)** তিনি আল্লাহ পাকের নামকে খুবই ভালোবাসতেন, যেকোন স্থানে "اَللّٰه" শব্দটি

www.dawateislami.net

লিখা দেখলেই সাথে সাথেই চুম্বন করে নিতেন। (মাসালিকুস সালিকিন, ১/৩১৮ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাক তাঁর চোখ থেকে পর্দা উঠিয়ে দিয়েছিলেন তিনি নিজে বলেন: আমি বাজারে গেলে সেখানে উপস্থিত লোকদের কপালে সায়িদ (অর্থাৎ সৌভাগ্য) আর শাক্বী (অর্থাৎ দূর্ভাগ্য) লিখা পড়ে নিতাম।

(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ২/১৪১ পৃষ্ঠা)

বাদশাহী পোশাক

হযরত আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৩০ বছর ইলমে দ্বীন অর্জন করে ফিকাহ ও হাদীস শাস্ত্রে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হন। তিনি মালেকী ছিলেন, হাদীসে পাকের প্রসিদ্ধ কিতাব "মুয়াত্তা ইমাম মালেক" তাঁর মুখস্ত ছিলো। (তাযকিরায়ে মাশায়িখে কাদেরীয়া রযবীয়া, ২০২ পৃষ্ঠা) তাঁর সম্মানীত পিতা বাদশার পক্ষ থেকে একটি মহল্লার আমীর ছিলেন। ইলমে দ্বীন অর্জন করার পর তাঁকেও তাঁর সম্মানীত পিতার ন্যায় নাহাওয়ান্দ (একটি মহল্লার নাম) গভর্ণরের দায়িত্ব দেয়া হয়। একবার বাদশাহ তাঁর সমস্ত কর্মচারীকে তাঁর নিকট আহবান করে সকলকে খিলআত (অর্থাৎ দামী পোশাক) উপহার দিয়ে ধন্য করলেন। হঠাৎ এক আমীরের হাঁচি আসলো তখন সে বাদশার পক্ষ থেকে পাওয়া খিলআত দ্বারা নাক পরিষ্কার করলো, বাদশাহ খুবই রাগান্বিত হলেন তিনি তাকে পদচ্যুত করে পোশাকটি ফিরিয়ে নিলেন। হযরত শায়খ আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাদশার নিকট তাশরিফ নিয়ে বললেন: হে বাদশাহ! তুমি একটা সৃষ্টি, তুমি পছন্দ করো না যে তোমার দেয়া উপহারকে কেউ অসম্মান করুক তাহলে সমস্ত জাহানের মালিক ও মাওলা আমাকে তাঁর বন্ধুত্ব দ্বারা ধন্য করেছেন তিনি কিভাবে পছন্দ করবেন যে আমি তাঁর মহান নেয়ামতকে নষ্ট করবো! এটা বলে তিনি

www.dawateislami.net

সেখান থেকে বেরিয়ে আসলেন আর পদবীকে বিদায় জানিয়ে হযরত খাইরুন নাসাজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মাহফিলে উপস্থিত হয়ে তাওবা করলেন। তিনি তাঁর সময়ে অনেক বড় অলিয়ে কামিল বরং আউলিয়ায়ে কিরামের সর্দার হযরত আবুল কাসিম জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে হাযির হতে বললেন, তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করে খুব ইবাদত ও রিয়াযত করেন এবং তাঁকে তাঁর খেলাফত দ্বারা ধন্য করলেন।

(শরীফুত তাওয়ারীখ , ১/৫৮৩, ৫৮৪ পৃষ্ঠা। মাসালিকুস সালিকিন, ১/৩১৬ পৃষ্ঠা)

উন কা মাঙ্গতা পাউ ছে টুকরা দেয় ওহ দুনিয়া কা তাজ
জিস কে খাতির মর গেয়ে মানআম রিগঢ় কর এঢ়িয়া

(হাদায়িকে বখশিশ, ৮৬ পৃষ্ঠা)

শব্দার্থ: দুনিয়া কা তাজ: পদ ও আসন। মানআম: নেয়ামত ওয়ালা।

আ'লা হযরতের কালামের ব্যাখ্যা: আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর এই কবিতার মর্মার্থ হলো নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারের ফকির মূলত সবচেয়ে বড় বাদশাহ যে, সে দুনিয়ার বড় বড় পদবী যা অর্জন করার জন্য লোকেরা মরিয়া হয়ে যায়, সে গুলো তাঁর পায়ের নিচে রাখে। একজন কবি খুব সুন্দর বলেছেন:

মে বঢ়া আমির ও কবির হো শাহে দোসরা কা আসির হো
দারে মুস্তফা কা ফকির হো মেরা রিফআতো পে নসীব হে

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত শিবলী সিজদায় দোয়া করলেন (ঘটনা)

দহে আশিকানে আউলিয়া! আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের দুনিয়ার সিংহাসন ও মুকুট, দুনিয়াবী মাল ও দৌলতের আকাঙ্ক্ষা থাকে

www.dawateislami.net

না, বরং তাঁরা তো আল্লাহ পাক থেকে উদাসীনকারী দুনিয়া ও তার সম্পদ ও জাল থেকে দূরে থাকেন। যেমনটি হযরত শায়খ আবু বকর শিবলী বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন দুনিয়াতে ফেঁসে যাওয়া (অর্থাৎ দুনিয়াদার) লোককে দেখলেন তখন সিজদায় পড়ে কান্না করলেন আর এই দোয়াটি পড়লেন: "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَ فَضَّلَنِیْ عَلٰی كَثِیْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِیْلًا ۔" অনুবাদ: আল্লাহ পাকের শোকরিয়া যিনি আমাকে এই বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন যেটাতে তোমাকে পতিত করেছেন আর আমাকে তাঁর অনেক সৃষ্টির উপর মর্যাদা দান করেছেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৩৮৯ পৃষ্ঠা)

হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: হযরত আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন কোন দুনিয়াদারকে দেখতেন তখন (দুনিয়ার সম্পদের বিপদ থেকে বাঁচার জন্য) পড়তেন: "اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَ الْعُقْبٰی" অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা ও সহজতার দোয়া করছি। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৯/৯৫ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আমার শায়খে তরীক্বত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করেন:

তাজ ও তখত ওয়া হুকুমত মত দে কছরাত মাল ও দৌলত মত দে
আপনি রেযা কা দে দে মুছদাহ ইয়া আল্লাহ মেরি ঝুলি ভর দে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

উপকারের বদলা

হযরত শায়খ আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একদিন তাঁর চল্লিশজন মুরিদের কাফেলা নিয়ে বাগদাদ শহর থেকে বাহিরে তাশরিফ নিলেন, এক স্থানে পৌঁছে তিনি বললেন: হে লোকেরা! আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের রিযিকদাতা, অতঃপর তিনি পারা ২৮ সূরা আত ত্বলাকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে করীমার এই অংশটি তিলাওয়াত করলেন:

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ﴿۲﴾ وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ

(পারা ২৮, আত তালাক, আয়াত: ২-৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ বের দিবেন। আর তাকে সেখান থেকে জীবিকা দান করবেন যেখানে তার কল্পনাও থাকে না এবং যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তবে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।

এটা বলার পর মুরিদদের সেখানে ছেড়ে তিনি কোথাও তাশরিফ নিয়ে গেলেন। সকল মুরিদ তিনদিন পর্যন্ত সেখানে ক্ষুধার্ত অবস্থায় পড়ে রইলো। চতুর্থ দিন হযরত শায়খ আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পুনরায় তাশরিফ আনলেন আর বললেন: হে লোকেরা! আল্লাহ পাক বান্দাদের জন্য রিযিক তালাশ করার অনুমতি দিয়েছেন। (সুতরাং পারা ২৯, সূরা মূলক, আয়াত নম্বর ১৫ তে) ইরশাদ হচ্ছে:

هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِیْ مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "তিনিই হন, যিনি তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে সুগম করে দিয়েছেন, সুতরাং সেটার রাস্তাগুলো দিয়ে চলো এবং আল্লাহর জীবিকাগুলো থেকে আহার করো।

www.dawateislami.net

এজন্য যে তোমরা তোমাদের মধ্য হতে কাউকে পাঠিয়ে দাও, আশা করা যায় যে তারা কিছু না কিছু খাবার নিয়ে আসবে। মুরিদরা একজন গরীব ব্যক্তিকে বাগদাদ প্রেরণ করলেন, সে অলি গলিতে ঘুরতে লাগলো, কিন্তু আহার পাওয়ার কোন রাস্তা খুঁজে পেলো না, ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় বসে গেলো, কাছেই একজন অমুসলিম ডাক্তারের ঔষধালয় ছিলো, ডাক্তার অনেক বড় শিরা বিশেষজ্ঞ ছিলো, শুধুমাত্র শিরা দেখেই রোগীর অবস্থা বলে দিতো। সকলে চলে গেলো তখন সে এই আল্লাহ ওয়ালাকে রোগী মনে করে ডেকে নিলেন আর শিরা দেখলেন অতঃপর রুটি তরকারী ও হালুয়া চাইলেন আর সামনে দিয়ে বললেন: তোমার রোগের ঔষুধ এটাই। দরবেশ ডাক্তারকে বললেন: এরকম আরও ৪০জন রোগী রয়েছে। ডাক্তার সহযোগীদের মাধ্যমে চল্লিশজনের জন্য এরকমই খাবার আনিয়ে আল্লাহ ওয়ালাদের বিদায় জানালেন আর স্বয়ং নিজেও চুপে চুপে পিছনে গেলেন। যখন শায়খ আবু বকর শিবলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে খাবার পেশ করা হলো তখন তিনি খাবারে হাত লাগাননি আর বললেন: হে আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাগণ! এই খাবারের মধ্যে তো আশ্চর্যজনক রহস্য লুকিয়ে আছে, খাবার আনয়নকারী পুরো ঘটনা শুনালেন। শায়খ বললেন: এক অমুসলিম আমাদের সাথে এতো পরিমাণ ভালো আচরণ করেছেন, আমরা কি সেটার বদলা দেয়া ব্যতীত এইভাবে খাবার আহার করে নিবো? মুরিদরা আরয করলেন: হুযুর! আমাদের মতো গরীবরা তাকে কী দিতে পারি? হযরত শায়খ আবু বকর শিবলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: খাবারের পূর্বে তার হকের মধ্যে দোয়া তো করতে পারি, সুতরাং দোয়া করা হলো, সাথে সাথেই দোয়ার বরকত এইভাবে প্রকাশ পেলো যে ঐ অমুসলিম চিকিৎসক সব কথা লুকিয়ে লুকিয়ে শুনছিলো তার অন্তরে

www.dawateislami.net

মাদানী পরিবর্তন এসে গেলো, সে তৎক্ষণাৎ নিজে নিজেকে শায়খ শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে পেশ করলো আর তাওবা করে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলো আর শায়খের মুরিদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে গেলেন। (রওযুর রিয়াহীন, ১৫৭ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

অলির খেদমত কাজে এসে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ এর নেকীর দা'ওয়াতের ধরন কি রকম প্রভাব সম্পন্ন হয়ে থাকে! তাঁদের খেদমতকারী কখনো খালি হাতে ফিরে না। এটাও বুঝা গেলো যখন কেউ ভালো আচরণ করে তখন তাকে দোয়া দ্বারা ধন্য করা উচিত। আর যদি কোন অমুসলিম অনুগ্রহ করে তখন তার হকের মধ্যে হেদায়তের দোয়া করা উচিত। হযরত শায়খ আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও তাঁর মুরিদদের হেদায়তের দোয়া কাজে এসে গেলো আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه তাঁদের খেদমতকারী অমুসলিম ডাক্তার ঈমানের দৌলত দ্বারা ধন্য হয়ে গেলো।

দোয়ায়ে অলি মে ওহ তা'ছির দেখী বদলতি হাযারো কি তাকদির দেখী।

অমুসলিম ডাক্তার মুসলমান হয়ে গেলো

আরও এক অমুসলিম ডাক্তারের ইসলামের ছায়াতলে আসার আশ্চর্যজনক ঘটনা পাঠ করুন। হযরত শায়খ আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার খুবই অসুস্থ হলেন। লোকেরা তাঁকে চিকিৎসা করানোর জন্য

www.dawateislami.net

একটি চিকিৎসালয়ে নিয়ে গেলেন। বাগদাদ শরীফের ওজির আলী বিন ঈসা তাঁর অবস্থা দেখলেন তখন দ্রুত বাদশার সাথে দেখা করলেন তিনি যেন কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার পাঠান। বাদশাহ এক অমুসলিম অভিজ্ঞ ডাক্তার পাঠিয়ে দিলেন। সে হযরত শায়খ শিবলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর চিকিৎসার জন্য অনেক প্রচেষ্টা চালালেন কিন্তু তিনি সুস্থ হলেন না। একদিন ডাক্তার বলতে লাগলেন: যদি আমার জানা হয়ে যায় যে আমার মাংসের টুকরো দ্বারা আপনার আরোগ্য মিলবে তাহলে নিজের শরীরের মাংস কেটে দেয়াও আমার জন্য বেশি কষ্টকর হতো না। এটা শুনে শায়খ আবু বকর শিবলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: "আমার চিকিৎসা এর চেয়েও কমের মধ্যে হতে পারে" ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলো: সেটা কি? বললেন: মুসলমান হয়ে যাও। এটা শুনে সে মুসলমান হয়ে গেলো আর সে মুসলমান হওয়াতে হযরত শায়খ আবু বকর শিবলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সুস্থ হয়ে গেলেন। (রওযুর রিয়াহীন, ১৫৮ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইমামে ইশক ও মুহাব্বত, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর কালামে হযরত আবু বকর শিবলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দরবারে আরয করেন: شبلیا اے شبلِ شیر کبریا امداد کُن (হাদায়িকে বখশিশ, ৩২৯ পৃষ্ঠা)

অনুবাদঃ খোদার বাঘের বাচ্চা বাঘ, হে হযরত আবু বকর শিবলী! আমাকে সাহায্য করুন।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বীন ইসলাম একটি সত্য ধর্ম, যেটা মানুষের সৃষ্টিগতভাবে হয়ে থাকে। অমুসলিদের ইসলামের দাওয়াত দেয়া, সমস্ত নবী, রাসূলদের সুন্নাত, কেননা সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামদের عَلَيۡهِمُ السَّلَام দুনিয়াতে প্রেরণ করার মূল উদ্দেশ্য ছিলো লোকদেরকে কুফরীর অন্ধকার থেকে বের করে ইসলামের আলোতে প্রবেশ করানো। এই ঘটনায় হযরত শায়খ আবু বকর শিবলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নেকীর দাওয়াতের অনন্য এক বরকত প্রকাশ পাচ্ছে। অমুসলিম ব্যক্তি মুসলমান হতেই তিনি খুশিতে সুস্থ হয়ে উঠলেন। মূলত শারীরিক চিকিৎসার জন্য আসার উদ্দেশ্যে ছিলো একটি রূহানী ও শারীরিক রোগকে কুফরীর অন্ধকার গহ্বর থেকে বের করে ইসলামের দৌলত দ্বারা ধন্য করা। সারা বিশ্বে নেকীর দাওয়াত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন "দা'ওয়াতে ইসলামীর" সুন্নাত শিখা ও শিখানোর মাদানী কাফেলায় সফর করার মানসিকতা তৈরী করুন। অমুসলিমদেরকে মুসলমান আর বিকৃত হয়ে যাওয়া মুসলমানদের নেককার বানানোর মাধ্যম বানিয়ে নিন।

কাফের আ জায়েঙ্গে, রাহে হক পায়েঙ্গে, إِنۡ شَآءَ الله চলে, কাফেলে মে চলো

সুন্নাতের প্রতি ভালবাসার অনন্য স্পৃহা

হযরত আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেন: একবার হযরত আবু বকর শিবলী বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর অযুর সময় মিসওয়াকের প্রয়োজন হলো, খুঁজে দেখার পরও (মিসওয়াক) পেলেন না, সুতরাং এক দিনার (অর্থাৎ একটি স্বর্ণমুদ্রা) দিয়ে মিসওয়াক ক্রয় করে ব্যবহার

www.dawateislami.net

করলেন। অনেক লোকেরা আরয করলো: আপনি তো এটাতে বেশি টাকা খরচ করে ফেলেছেন! এতো অধিক মূল্যে কি মিসওয়াক নেওয়া হয়? বললেন: নিশ্চয় এই দুনিয়া ও এর সমস্ত জিনিস সমূহ আল্লাহ পাকের নিকট মাছির ডানার সমপরিমাণও গুরুত্ব রাখে না, যদি কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক আমাকে এটা জিজ্ঞাসা করে তখন কি উত্তর দিবো যে, তুমি আমার প্রিয় হাবীবের সুন্নাত (মিসওয়াক) কেনো বর্জন করেছো? আমি তোমাকে যেই সম্পদ ও দৌলত দান করেছিলাম সেটার হাকিকত (বাস্তবতা) তো (আমার নিকট) মাছির ডানার সমপরিমাণও ছিলো না,অতএব এরকম সামান্য দৌলত এতো বড় মহান সুন্নাত (মিসওয়াক) অর্জন করার জন্য কেনো খরচ করো নাই? (লাওয়াকিউল আনওয়ার, ৩৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় পীর ও মূর্শিদ হযরত শায়খ আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মিসওয়াকের সুন্নাতের ভালোবাসার অনন্য ধরনের প্রতি শতকোটি অভিনন্দন। হায় যদি! আমরাও সত্যিকার্থে প্রকৃত আশিকে রাসূল ও সুন্নাতের উপর জীবন যাপনের প্রতিচ্ছবি হয়ে যেতাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হৃদয় বিদারক হজ্ব

হযরত শায়খ শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন হজ্বের জন্য আরাফার ময়দানে পৌঁছলেন তখন একেবারে নীরব রইলেন, সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত কোন কথা মুখ থেকে বের করলেন না, যখন সাঈর সময় মেইলাইনে আখদারাইন থেকে সামনে অগ্রসর হলেন তখন চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো, কান্নারত অবস্থায় তিনি আরবীতে শে'র (কাব্য) পাঠ করলেন যেটার অনুবাদ হলো:

www.dawateislami.net

(১) আমি গমন করছি এই অবস্থায় যে আমি আমার অন্তরে তোমার ভালোবাসার মোহর লাগিয়ে রেখেছি যাতে এই হৃদয়ে তুমি ছাড়া আর কেউ না থাকে।

(২) হায় যদি! আমার মধ্যে এই অটলতা থাকতো যে আমি আমার চোখকে বন্ধ রাখতাম আর ঐ সময় পর্যন্ত কাউকে দেখতাম না যতক্ষণ না তোমাকে দেখে নিতাম।

(৩) যখন চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে গাল মুবারক দিয়ে বেয়ে পড়তে লাগলো তখন প্রকাশ হয়ে যায় যে, কে আসলেই কান্না করছে আর কার কান্না বানোয়াটি। (রওযুর রিয়াহিন, ১০০ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বাদশার চিকিৎসা

আল্লাহ ওয়ালারা শারীরিক ও দুনিয়াবী বিপদ আপদে আতঙ্কিত হয় না বরং আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيۡهِمۡ চান তো আল্লাহ পাকের দানে বড় থেকে বড় রোগ যেগুলো সমস্ত ডাক্তাররা না করে দিয়েছে চোখের পলক ফেলতেই ভালো করে দেন, যেমনটি একবার খলিফা হারূনুর রশিদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অসুস্থ হলেন, অনেক চিকিৎসা করালেন কিন্তু আরোগ্য হলেন না, ঐ অবস্থায় ছয় মাস অতিবাহিত হয়ে গেলো। একদিন তিনি জানতে পারলেন যে হযরত শায়খ আবু বকর শিবলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর এলাকার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছেন তখন তিনি তাঁর নিকট তাশরিফ আনার আবেদন করলেন। যখন হযরত শায়খ শিবলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাশরিফ আনলেন তখন তাকে দেখে বললেন: চিন্তা করো না আল্লাহ পাকের

www.dawateislami.net

অনুগ্রহে আজকেই সুস্থতা এসে যাবে। অতঃপর তিনি দরূদে পাক পাঠ করে বাদশার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলেন তখনই সুস্থ হয়ে গেলেন। (রাহাতুল কুলুব, (ফার্সি) ৫০ পৃষ্ঠা) এমনই বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيۡهِمۡ সম্পর্কে হয়তো ডক্টর ইকবাল লিখেছেন:

না পুছ উন খিরকা পুশো কি, ইরাদাত তু দেখ উন কো
ইয়াদ বায়যায়ি লিয়ে বইঠে হে আপনে আসতিনো মে

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দ্বীনে মুহাম্মদের জলওয়া

হযরত আবু বকর শিবলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি একবার মক্কায়ে পাক থেকে সিরিয়া যাচ্ছিলাম, পথিমধ্যে আমার সাথে একটি রাহিব (অর্থাৎ খ্রিষ্টানদের আলিম) এর সাক্ষাত হলো। সে একটি গির্জায় (অর্থাৎ উপসানালয়) এ ছিলো। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি তোমাকে লোকজন থেকে আলাদা করে এই গির্জায় কেনো বন্দি করে রেখেছো? সে উত্তর দিলো: আমি এখানে একা এজন্য থাকি যাতে বেশি থেকে বেশি ইবাদত করতে পারি এবং দুনিয়ার কাজকর্ম যেনো আমার ইবাদতে বাধা না হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি কার ইবাদত করো? সে উত্তর দিলো: হযরত ঈসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর, আমি বললাম: কি কারণে তুমি আসল মাবুদ আল্লাহ পাকের ইবাদত ছেড়ে তাঁর নবী عَلَيۡهِ السَّلَام এর ইবাদত করছো অথচ ইবাদতের উপযুক্ত তো শুধুমাত্র "আল্লাহ" সে বলল: হযরত ঈসা عَلَيۡهِ السَّلَام চল্লিশদিন আর চল্লিশরাত খাওয়া দাওয়া ছাড়া অতিবাহিত করেছেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: যে ব্যক্তি চল্লিশদিন ও চল্লিশরাত খাওয়া দাওয়া ছাড়া ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটিয়ে দেয় তবে কি সে "খোদা"

www.dawateislami.net

হয়ে যায়? সে বলল: হ্যাঁ! তিনি তাকে বললেন: আমি এখানে তোমার সাথে থাকবো তুমি গণনা করবে যে আমি খাবার ও পান করা ব্যতীত কয়দিন থাকতে পারি। সুতরাং আমি দিনরাত আল্লাহ পাকের ইবাদতে মশগুল রইলাম, না কিছু আহার করছি আর না পান করছি, এইভাবে যখন চল্লিশদিন আর চল্লিশরাত অতিবাহিত হলো তখন আমি তাকে বললাম: যদি তুমি চাও তাহলে আরও কিছুদিন আহার ব্যতীত অতিবাহিত করতে পারবো। রাহিব যখন আমার এই অবস্থা দেখলো তখন জিজ্ঞাসা করলো: তোমার ধর্ম কি? আমি বললাম: আমি আল্লাহ পাকের প্রিয় শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত, তাঁর নগণ্য গোলাম আর আমার ধর্ম হলো "ইসলাম"। রাহিব আমার নিকট আসলো সে তার ধর্ম থেকে তাওবা করলো আর কালেমা পাঠ করে ইসলামের ছায়াতলে এসে গেলো। এরপর আমি তাকে আমার সাথে দামেষ্ক নিয়ে গেলাম আর সেখানকার লোকদের বললাম: হে লোক সকল! এই নও মুসলিম ভাইয়ের ভালোভাবে দেখাশুনা করিও আর তাকে কোন ধরনের কষ্ট দিবে না। এরপর আমি কিছুদিন দামেষ্ক রইলাম আর সেখান থেকে চলে গেলাম। ঐ ব্যক্তি সেখানে সব সময় আল্লাহ পাকের ইবাদত করতো,যখন আমি পূনরায় আসলাম তখন তাকে এই অবস্থায় পেলাম যে তার গণনা আউলিয়ায়ে কেরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ عَلَيۡهِمۡ মধ্যে হতে লাগলো। (উয়ুনুল হিকায়াত, ১/১৮৯ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কুয়ি আন্দাযা কর সেকতা হে উসকে জোর বাজুকা
নিগাহে মরদে ছে বদল জাতে হে তাকদিরী

www.dawateislami.net

শায়খ শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দৃষ্টিতে যাকাতের নিসাব

ইবনে বাশার লোকদেরকে হযরত শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট বসার আর তাঁর কথা শুনা থেকে নিষেধ করতেন, একদিন স্বয়ং ইবনে বাশার তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য উপস্থিত হলো। ইবনে বাশার বলল: পাঁচটি উটের মধ্যে কতো যাকাত আসে? তিনি নীরব রইলেন, তার বার বার প্রশ্ন করাতে তিনি বললেন শরয়ী শরীফ অনুযায়ী একটি গরু ওয়াজিব যেখানে আমাদের জন্য বিধান হলো সবগুলো যাকাতের মধ্যে দিয়ে দিবে। ইবনে বাশার জিজ্ঞাসা করলো: এই প্রসঙ্গে কি আপনার কোন ইমাম আছে? বললেন: হ্যাঁ! জিজ্ঞাসা করলেন কে? বললেন: হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কেননা তিনি সমস্ত সম্পদ দান করে দিয়েছেন। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে বললেন তুমি তোমার পরিবার পরিজনদের জন্য কি রেখে এসেছো? আরয করলেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে। ইবনে বাশার এই অবস্থায় ফিরে আসলো যে, তারপর থেকে কাউকে শায়খ শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট আসতে নিষেধ করেননি।

(তবকাতুল কুবরা লিশ শা'রানী, ১/১৪৯ পৃষ্ঠা)

মে সব দৌলত রাহে হক মে লুটা দো শাহা এইসা মুঝে জযবা আতা হো

চার হাজার হাদীসে পাকের মধ্য হতে শুধুমাত্র একটি?

হযরত শায়খ শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চারশত ওলামায়ে কেরামের খেদমতে থেকে ইলমে দ্বীন অর্জন করেন। তিনি বলেন আমি চার হাজার হাদীসে মুবারকা পড়েছি, এরপর আমি সেগুলোর মধ্য হতে একটি হাদীসে মুবারাকা মনোনীত করলাম আর সেটার উপর আমল করলাম কেননা আমি ঐ হাদীসে পাক নিয়ে খুব গবেষণা করলাম তখন আযাবে ইলাহী

www.dawateislami.net

থেকে রেহায় এবং নিজের মুক্তি ও সফলতা তাতে পেয়েছি। সেই হাদীসে মুবারকাটি হলো: রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরামদের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ ইরশাদ করেন: যতদিন দুনিয়াতে থাকতে হয়, ততদিন দুনিয়ার জন্য আর যতদিন কবরে ও আখিরাতে থাকতে হয় ততদিন কবর ও আখিরাতের জন্য প্রস্তুতির মধ্যে মশগুল হয়ে যাও। আর আল্লাহ পাকের জন্য এতটুকু আমল করো যতটুকু তুমি তার মুখাপেক্ষি আর জাহান্নামের আগুণের জন্য ততটুকু আমল করো যতটুকু তোমার সহ্য করার শক্তি আছে। (আইয়ুহাল ওলাদ, ১৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَہُمُ اللّٰہُ عَلَیۡہِمۡ এর খেদমতকারী

হযরত শিবলী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন আমি মক্কা শরীফে এক আরবী (অর্থাৎ আরবের গ্রাম্য লোক) কে সুফিয়ায়ে কেরামের খেদমত করতে দেখলাম, তখন সেটার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম: সে বলল: আমি মরুভূমি দিয়ে যাচ্ছিলাম আমি এক গোলামকে দেখলাম, যে খালি পা ছিলো, খালি মাথা ছিলো, তার কাছে সফরের জিনিসপত্র, পানির মশক ইত্যাদি কিছুই ছিলো না। আমি মনে মনে বললাম আমি এর সাথে সাক্ষাত করবো, যদি সে ক্ষুধার্ত হয় তবে খাবার খাওয়াবো আর যদি পিপাসার্ত হয় তাহলে পানি পান করাবো। এরপর আমি তার পিছন পিছন গেলাম এই পর্যন্ত যে আমরা উভয়ের মাঝখানে এক হাত দূরত্ব রইলো, কিন্তু হঠাৎ সে আমার কাছ থেকে দূরে যাওয়া শুরু করে দিলো এক পর্যায়ে আমার দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলো। আমি মনে মনে ভাবলাম হয়তো এটা শয়তান ছিলো তখন একটা আওয়াজ আসলো: না! বরং সে দিওয়ানা ছিলো। আমি উচ্চ

www.dawateislami.net

আওয়াজে আবেদন করলাম: হে অমুক! আমি তোমাকে ঐ পবিত্র সত্তার শপথ দিচ্ছি যিনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সত্য নবী বানিয়ে প্রেরণ করেছেন, একটু আমার কথা শুনো: তখন তিনি বললেন: হে যুবক! তুমি নিজেও ক্লান্ত আর আমাকেও ক্লান্ত করে দিয়েছো। আমি বললাম: আমি আপনাকে একা পেয়ে আপনার খেদমত করার জন্য উপস্থিত হয়েছিলাম। তিনি বললেন: যার সাথে খোদা থাকে সে একা কিভাবে হতে পারে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আমি আপনার কাছে কোন জিনিসও দেখতে পেলাম না, তখন তিনি বললেন: যখন আমি ক্ষুধার্ত হই তখন আল্লাহ পাকের যিকির আমার খোরাক হয়ে যায় আর যখন আমার পিপাসা লাগে তখন আল্লাহ পাকের দিদার আমার চাহিদা ও কাম্য হয়ে যায়। আমি আরয করলাম: আমি ক্ষুধার্ত আমাকে আহার করাও। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ এর কারামত বিশ্বাস করো না? আমি বললাম: কেনো নয়? কিন্তু আমি মনের প্রশান্তির জন্য এই কথাটি জিজ্ঞাসা করছি। তিনি তাঁর হাত বালু মিশ্রিত যমিনের উপর মারলেন এবং এক মুষ্টি ভরে আমার দিকে অগ্রসর হলেন আর বলতে লাগলেন: হে ধোঁকার স্বীকার! নাও খাও। আমি দেখলাম ঐ মুষ্টি সুস্বাদু ছাতুতে পরিণত হয়ে গেলো, আমি বললাম: কেমন সুস্বাদু! তখন তিনি বললেন: মরুভূমিতে আউলিয়ায়ে কেরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ এমন অনেক নেয়ামত মিলে থাকে, যদি তুমি বুঝে থাকো। আমি আরয করলাম: আমাকে পানিও পান করাও।তিনি তাঁর পা যমিনে মারলেন তখন মধু আর পানির ঝর্ণা জারী হয়ে গেলো। আমি পানি পান করার জন্য ঝর্ণার ধারে বসে গেলাম, এরপর যখন আমি মাথা উঠালাম তখন তাঁকে আর দেখতে পেলাম না, জানি না সে কোথায় চলে গেলো। সুতরাং ঐদিন

www.dawateislami.net

থেকে আউলিয়ায়ে কেরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ খেদমতে মশগুল হয়ে গেলাম যাতে তাঁর মতো কোন অলি আল্লাহর যিয়ারত করতে পারি। (বাহরুদ দুমু, ৭৪ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ভালো কথা বলা চুপ থাকার চেয়ে উত্তম

"কাশফুল মাহযুব" এ হুযুর দাতা গঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: একবার হযরত আবু বকর শিবলী বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাগদাদ শরীফের একটি মহল্লার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় এক ব্যক্তিকে শুনলেন সে বলতেছিলো: اَلسُّكُوْتُ خَيْرٌ مِّنَ الْكَلَامِ অর্থাৎ চুপ থাকা বলার চেয়ে উত্তম, তিনি তাকে বললেন: "তোমার বলা থেকে তোমার চুপ থাকা উত্তম আমার বলাটা আমার নীরব থাকার চেয়ে উত্তম।"

(কাশফুল মাহজুব, ৪০২ পৃষ্ঠা)

রিযিকের ব্যাপারে চিন্তিত থাকা ব্যক্তির জন্য খুব সুন্দর উত্তর

হযরত শায়খ শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলো আর আরয করতে লাগলো: হুযুর! আমার পরিবারের সদস্য বেশি আর আমার রিযিকের পরিমাণ কম। তিনি বললেন: ঘরে প্রবেশ করে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে বের করে দাও যার রিযিক তোমার চিন্তাভাবনা অনুযায়ী তোমার দায়িত্বে রয়েছে। আর যার রিযিক আল্লাহ পাকের দয়ার দায়িত্বে রয়েছে তাকে থাকতে দাও। (তবকাতুল কুবরা লিশ শা'রানী, ১/১৪৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ওফাত শরীফের সময়ও সুন্নাতের উপর আমল

হযরত জা'ফর বিন মুহাম্মদ বিন নাছির বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত শায়খ শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খাদিম বাকরান দিনোওয়ারীকে জিজ্ঞাসা করলেন: "ওফাত শরীফের সময় হযরত শায়খ শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অবস্থা কেমন ছিলো?" উত্তর দিলো: "তিনি বললেন এক ব্যক্তির দিরহাম আমার দায়িত্বে রয়েছে যেগুলো জুলুমের রাস্তা থেকে আমার নিকট এসে গিয়েছিলো অথচ আমি সেগুলোর মালিকের পক্ষ থেকে হাজারো টাকা সদকা করে দিয়েছি কিন্তু আমার সবচেয়ে বেশি এটার চিন্তা হচ্ছে।" এরপর বললেন: "আমাকে নামাযের জন্য অযু করিয়ে দাও।" আমি অযু করিয়ে দিলাম কিন্তু দাঁড়ি খিলাল করাতে ভুলে গেলাম আর যেহেতু তিনি ঐসময় কথা বলতে পারছিলেন না এজন্য আমার হাত ধরে নিজের দাঁড়িতে প্রবেশ করিয়ে দিলেন এরপর তিনি ইন্তিকাল করলেন। এটা শুনে হযরত জাফর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কান্না করতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন: "তোমরা এমন ব্যক্তির ব্যাপারে কি বলবে যার জীবনের শেষ মূহুর্তেও শরীয়তের কোন আদব বর্জন হয়নি।" **(ইহয়াউল উলুম, ৫/২৩৩ পৃষ্ঠা)**

মূলত তিনি এই শেরটির (কাব্য) যথার্থ সত্যায়ন ছিলেন:

তাবলিগ সুন্নাতো কি করতা রহো মরনা ভী সুন্নাতো মে হো সুন্নাতো মে জিনা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯১ পৃষ্ঠা)

ইন্তিকাল শরীফ

হযরত শায়খ শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইন্তিকাল জুমা মুবারকের দিন, ২৭ যিলহজ্ব ৩৩৪ হিজরি ৮৮ বছর বয়সে হয়েছে। তাঁর মাযারে আনওয়ার বাগদাদ শরীফে অবস্থিত। **(তাযকিরায়ে মাশায়িখে কাদেরীয়া রযবীয়া, ২১০ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

সমস্ত আদম সন্তানের পক্ষ থেকে উত্তর দিয়ে দিয়েছে

ইন্তিকাল শরীফের পর কেউ তাঁকে স্বপ্ন দেখলো তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন মুনকীর নাকীরের কাছ থেকে আপনি কিভবে মুক্তি পেলেন? বললেন: যখন তারা আমাকে প্রশ্ন করলো তোমার প্রতিপালক কে? তখন আমি উত্তর দিলাম: আমার প্রতিপালক হলেন তিনি যিনি আদম (عَلَيْهِ السَّلَام) কে সৃষ্টি করে তোমাদের এবং অন্যান্য ফেরেশতাদেরকে তাঁকে সিজদা করতে দেখেছিলেন। এই উত্তরটি শুনে মুনকীর নাকীর বলল: এ তো সমস্ত আদম সন্তানের পক্ষ থেকে উত্তর দিয়ে দিয়েছে আর এটা বলে পুনরায় ফিরে গেলো। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ২/১৫৩)

হযরত শায়খ শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ছয়টি বাণী

(১) শোকর, নেয়ামত সামনে রাখার নাম নয় বরং নেয়ামত দানকারীকে (সব সময়) স্মরণ রাখার নাম। (রিসালা কুশাইরিয়া, ২১২ পৃষ্ঠা)

(২) মুসলমানদের যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় সন্নিকট হয় তখন রঙ হুলুদ বর্ণ ধারণ করে কেননা সে আল্লাহ পাকের দরবারে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে মুসলমান যখন তাঁর কবর থেকে উঠবে তখন তাঁর চেহারা উজ্জল ও আলোকিত হবে।

(তবকাত কুবরা লিশ শা'রানী, ১/১৪৮ পৃষ্ঠা)

(৩) মন্দ লোকদের সংস্পর্শের কারনে নেককার বান্দাদের ব্যাপারে কু-ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে। (আল কাওয়াকিবুদ দারিয়া, ২/৮৬ পৃষ্ঠা)

(৪) যেটা তোমার প্রাপ্য সেটা তুমি অবশ্যই পাবে আর যেটা তোমার নয় সেটা চেষ্টা করা সত্বেও পাবে না। (শরীফুত তারাবীহ, ১/৬০৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৫) কুরআনে করীমের নসীহত দ্বারা ফয়েয অর্জন করার জন্য অন্তর এমনভাবে হাযির হওয়া চাই যে, সেটাতে পলক ফেলার সমপরিমাণও যেন উদাসীনতা না আসে।

(তাফসীরে ছা'লাবী, পারা ২৬, সূরা ক্বফ, আয়াতের ব্যাখ্যা ৩৭, ৯/১০৬ পৃষ্ঠা)

(৬) হজ্বের দুইটি হরফ: প্রথমটি: "হা" আর দ্বিতীয়টি হলো "জিম"। হা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হিলম (দয়া) আর "জিম" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জুরম (অপরাধ)। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মূলত বান্দা বলছে: হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার হিলম (দয়া) ও তোমার রহমতের আশা নিয়ে তোমার দরবারে আমার অপরাধ নিয়ে হাযির হয়েছি যদি তুমিও আমার অপরাধ ক্ষমা না করো তো কে করবে?

(আর রওযুর ফায়িক, ৫৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net